বিশ টাকা দুই টাকা বাংলাদেশ কোর্ট ফি

22/03/2022, 22/03/2022, 22/03/2022, 04/10/2022, 04/10/2022

জেলা- ঢাকা
ডেথ রেফারেন্স নংঃ ৫৪/২০২১
রাষ্ট্র
বনাম
সৈয়দ জিয়াউল হক @ মেজর জিয়া @ সাগর @ বড় ভাই (পলাতক)
এবং
অন্যান্য

৩৪২ ধারায় অভিযুক্ত ব্যাক্তির পরীক্ষা

১। মোঃ শাফিউর রহমান ফারাবি

সঃ বিঃ বিঃট্রাঃ মামলা নং ২৬/২০১৯

সূত্রঃ শাহবাগ থানার মামলা নং ৫১(২) ১৫

FORM OF RECORDING EXAMINATION OF ACCUSED.

(C.O.No. 3 of 24th March,1880, amended by C.O.No.2 of 1st March,1901)

Examination of Accused Person

(Section 342 of the Criminal Procedure Code)

অভিযুক্ত ব্যাক্তির পরীক্ষা

(ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৩৪২ ধারা)

আন্দাজী ২৯ বৎসর বর্ষ বয়স্ক ....শাফিউর রহমান ফারাবী..............র

পরীক্ষা জেলা ও দায়রা জজ শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আমি মোঃ মজিবুর রহমান ....কর্তৃক

সঃ বিঃ বিঃট্রাঃ ঢাকা স্থানে সন ২০২১ খৃষ্টাব্দের.......২৭....তারিখে.....জানুয়ারী.........

.......বাংলা.......ভাষায়......৩৪২......ধারায় অনুদিত হইয়া গৃহীত হইল।

আমার নাম ঃ- মোঃ শাফিউর রহমান ফারাবী (২৯)

আমার পিতার নাম ঃ- মৃত ফেরদৌস উর রহমান

আমি জাতিতে ঃ- বাংলাদেশী আমার ব্যবসায় ঃ- কৃষি

আমার বাড়ী ঃ- রহমান ভিলা, কুমাশীল মোড় কালিশ্রী পাড়া মৌজা, পুলিশ-ষ্টেশনঃ বি-বাড়ীয়া সদর

জেলা ঃ- বি-বাড়ীয়া আমি শাফিউর রহমান ফারাবী বাস করি।

1

স্বাঃ/ শাফিউর রহমান ফারাবী

(অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বাক্ষর বা চিহ্ন)

স্বাক্ষর/অস্পষ্ট

২৭/১/২০২১

মোঃ মজিবুর রহমান

বিচারক জেলা ও দায়রা জজ

সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল ঢাকা।

উপরোক্ত পরীক্ষা আমার সমক্ষে ও শ্রুতিগোচরে গৃহীত হইল এবং ইহাতে অভিযুক্ত ব্যক্তির উক্তি সম্পূর্ন ও যথাযথরুপে লিখিত হইয়াছে।

স্বাক্ষর/অস্পষ্ট

২৭/১/২০২১

মোঃ মজিবুর রহমান

বিচারক জেলা ও দায়রা জজ

সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল ঢাকা।

আপনার বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ এর ৬(২)(ক)(অ)/৮/৯/১০/১২/১৩ ধারায় অভিযোগ গঠন করা হয়েছে এবং আপনার বিরুদ্ধে গঠিত অভিযোগ প্রমানের জন্য প্রসিকিউশন পক্ষ ২৮ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছে এবং কিছু আলামত প্রমানে এনেছে। আপনি উক্ত সাক্ষীদের জবানবন্দি শুনেছেন এবং আপনার পক্ষ হতে উক্ত সাক্ষীগনকে জেরা করা হয়েছে।

প্রশ্নঃ ১। এখন আপনার বক্তব্য কি?

উত্তরঃ আমি নির্দোষ

শাফিউর রহমান ফারাবী এর লিখিত বক্তব্য

বরাবর

বিজ্ঞ জজ

সন্ত্রাসবিরোধী ট্রাইব্যুনাল

মামলা নং- ২৬/১৯

বিষয়ঃ- ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় আসামীর জবানবন্দী ।

আসামীর স্থায়ী ঠিকানা	আসামীর বর্তমান ঠিকানা
শাফিউর রহমান ফারাবী	শতাব্দী বিল্ডিং, নীচতলা ৭ নং রুম
পিতা- ফেরদৌসুর রহমান (মৃত)	
মাতা- উম্মে সালমা শেলী (মৃত)	কাশিমপুর হাই সিকিউরিটি কেন্দ্রীয়
রহমান ভিলা	কারাগার, কাশিমপুর গাজীপুর ।
কুমারশীল মোড়, কালাইশ্রী পাড়া	
ব্রাহ্মনবাড়িয়া সদর	
জেলা- ব্রাহ্মনবাড়িয়া ।	

জনাব,

যথাবিহীত সম্মান পূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, আমি শাফিউর রহমান ফারাবী আজকে দীর্ঘ ৬ টি বছর কারাগারের ভিতর মানবেতর জীবন যাপন করছি । নিজের আসল

নাম ও ছবি ব্যবহার করে লেখালেখি করার কারণে বারবার বামপন্থী মিডিয়ার আক্রোশের শিকার হয়েছি। আমি এই নিয়ে ৩ বার কারাগারে এসেছি। অভিজিৎ/ গাভীজিৎ/ সমজিৎ/ ভন্ডজিৎ হত্যা হয়েছে ২০১৫ সালের ২৬ শে ফেব্রুয়ারী।

এর ঠিক ২ দিন পরেই RAB আমাকে গুম করে। অভিজিৎ মারা যায় শাহবাগের TSC চত্ত্বরে। আর সেই সময় আমি সিলেটের ভাড়া বাসায় মুন্সীপাড়ায় ছিলাম। RAB আমাকে সিলেটের বন্দর এলাকা থেকে গ্রেফতার করে সাথে সাথে আমার চোখ বেঁধে ফেলে এবং দুই হাতে পিছনে নিয়ে হ্যান্ডকাপ লাগিয়ে দেয়। চার্জশীটের জব্দ তালিকা- ৫ এ দেয়া আমার ব্যবহৃত মোবাইল নাম্বার ২ টি 01710933470, 01836638195 Trace করলেই আপনি দেখতে পারবেন ২০১৫ সালের পুরো ফেব্রুয়ারী মাসটাই আমি সিলেটে আমার ভাড়া বাসায় ছিলাম। বিশেষ করে ২০১৫ সালের ২৬ শে ফেব্রুয়ারী যে দিন অভিজিৎ রায় হত্যাকান্ড সংঘটিত হয় সেদিন আমি মসজিদে এশার সালাত আদায় করে বাসায় ছিলাম। সিলেটের মুন্সীপাড়া এলাকার ইমাম, এলাকাবাসীকে জিজ্ঞাসা করলেই এই ব্যাপারটা খোলাসা হয়ে যাবে। কিন্তু অন্ধকারে হেটে বেড়ানো RAB ২০১৫ সালের মার্চের ২ তারিখ সংবাদ সম্মেলন করে বলে তারা নাকি আমাকে ঢাকার যাত্রাবাড়ি এলাকা থেকে গ্রেফতার করেছে। আমি RAB এ মোট ৪ দিন ছিলাম। এই ৪ দিনেই RAB আমার দুই

5

চোখ বেধে রেখেছিল এবং দুই হাতের পিছনে হ্যান্ডকাপ দিয়ে বেধে রেখেছিল। পরবর্তীতে আমি যখন DB (South) এ যাই তখন ডিবি (দক্ষিন) এর ADC ছিল মানস কুমার পোদ্দার এবং DC ছিল কৃষ্ণপদ রায়। আমি হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে অনেক লেখালেখি করার কারনে এই দুইজন আমার সাথে সাম্প্রদায়িক আচরন করে। ২০১৫ সালের মার্চের ৩ তারিখ এ আমি যখন RAB থেকে ডিবি (দক্ষিন) এর হেফাজতে থাকি তখনই আমার বিরুদ্ধে ADC মানস কুমার পোদ্দার এবং DC কৃষ্ণপদ রায় মোট ৩ টি মামলা Ready করে ফেলে। আমি DB (South) এ একটানা ২৩ দিন রিমান্ডে থাকি। রিমান্ডের এক পর্যায়ে রমনা জোনাল টিমের কনস্টেবল সাইফুল কবীর আমার দুই কানের একসাথে এতগুলি থাপ্পার মারে যে আমার কান এখনো ব্যাথা করে। আমি আপনার কাছে এই ঘটনার বিচার প্রার্থী।

সংবিধানে বলা হয়েছে একটি ঘটনায় শুধুমাত্র একটি মামলা হবে। কিন্তু অভিজিৎ রায় এর বিরুদ্ধে লেখালেখি করার কারনে আমার নামে ৩ টি মামলা হয়। এর মধ্যে সিলেটের ব্লগার অনন্ত বিজয় হত্যা মামলাটিও আমার নামে দেয়া হয়। এখানে উল্লেখ্য অনন্ত বিজয় যখন নিহত হয় তখন আমি কারাগারে অন্তরীন ছিলাম। এরপরেও ঐ মামলার চার্জশীটে আমার নাম দেয়া হয়। অভিজিৎ মামলায় আমার রিমান্ড শুরু হয় ২০১৫ সালের

মার্চের ২ তারিখে। আর অনন্ত বিজয় নিহত হয় ২০১৫ সালের মে ১২ তারিখ। এই মামলার একটি মাত্র স্বীকারোক্তিতে আমার নাম নেই । অভিজিৎ রায় সংক্রান্ত একটি স্ক্রীনশটের কারনে আমাকে অনন্ত বিজয় হত্যা মামলায় জড়িত করা হয়েছে। বর্তমানে ঐ মামলাটি সিলেটের সন্ত্রাসবিরোধী ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন। মামলা নং- সিলেট এয়ারপোর্ট ১২(৫)১৫ নাস্তিকদের বিরুদ্ধে লেখালেখি করার কারনে সাইবার ট্রাইব্যুনালে আমার নামে আরেকটি মামলা হয়। মামলা নং- ২৬/১৬ ঐ মামলায় বিজ্ঞ জজ আশ শামছ জগলু Sir আমাকে খালাস দেয়। আশা করি এই মামলায়ও আপনি আমাকে খালাস দিবেন।

এখন অভিজিৎ রায়ের ব্যাপারে আমি কিছু কথা বলব। এই মামলার চার্জশীটে অভিজিৎ রায়ের মুক্তমনা ব্লগের ১ টি লেখার কথা বলা আছে। লেখাটির নাম "বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের নতুন সংযোজন 'ধর্ম ও নৈতিকতা' নিয়ে কিছু কথা। এই ব্লগে গাভিজিৎ রায় আল্লাহর রাসূলের ৩ জন সম্মানিত স্ত্রী উম্মুল মুমেনীন হযরত সাফিয়্যাহ বিনতে হুয়াই রাযিয়াল্লহু আনহা, উম্মুল মুমেনীন হযরত জুয়ায়রিয়া বিনতে হারেস রাযিয়াল্লাহু আনহা, হযরত মারিয়া কিবতিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহাকে conqubine বা রক্ষিতা বলে পুরো মুসলিম জাতিকে অপমান করে। এর মাঝে হযরত সাফিয়্যাহ বিনতে দুয়াই রাযিয়াল্লাহু আনহাকে আল্লাহর রাসূল খায়বার বিজয়ের পর বিয়ে করেন। এ সংক্রান্ত হাদীস

গুলিতে বিকৃত করে অভিজিৎ রায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে চরম কিছু মিথ্যাচার করে। আমি এই ব্যাপারটা আমার ফারাবী ব্লগ (www.farabiblog.com) এ প্রকাশ করেছিলাম।

লেখাটির শিরোনাম "অভিজিৎ রায়ের হাদীস বিকৃতির কিছু নমুনা ১ম পর্ব" শীর্ষক ব্লগে প্রকাশ করেছিলাম। আমার এই লেখাটা সাইবার ট্রাইব্যুনালের মামলা নং- ২৬/১৬ কে সংরক্ষিত আছে। আমি আপনাকে অনুরোধ করেছিলাম সাইবার ট্রাইব্যুনালের আমার কেইস ডকেট/ CD টা নিয়ে এসে আমার এই লেখাটা পড়তে। কিন্তু আপনি তা করেননি। আমার যদি কোন ব্যক্তিগত উকিল থাকত তাহলে আমি সাইবার ট্রাইব্যুনাল থেকে আমার লেখাগুলি ফটোকপি করে আপনাকে দেখাতাম। সাইবার ট্রাইব্যুনালের মামলা নং- ২৬/১৬ তে আমার farabiblog এর অনেকগুলি লেখা সংরক্ষিত আছে। কিন্তু আপনার ট্রাইব্যুনালের CD তে শুধু আমার ফেইসবুকের ৪ টি Status দেয়া হয়েছে। মামলার IO চালাকী করে আমার ফারাবী ব্লগের লেখাগুলি দেয় নাই। অভিজিৎ মামলার চার্জশীট এর জায়গাতেও IO বলেনি যে অভিজিৎ রায় চরম ইসলাম বিদ্বেষী ব্লগার চক্রের নেতৃত্ব দিত। মূলত অভিজিৎ রায় ছিল একটি বিষবৃক্ষ যে নাস্তিক তৈরী করত। কিন্তু DB, CT এর কর্মকর্তারা অভিজিৎ রায়কে একদম গঙ্গাজলে ধুয়ে দিয়েছে। যেন অভিজিৎ রায় ধোয়া তুলসী পাতা কোন দিন কোন

অন্যায় করেনি। আমার দৃষ্টিতে নাস্তিকরা হচ্ছে পোকামাকড়ের ন্যায় আর পোকামাকড়দের মরে যাওয়াই ভাল। এই মামলার কেইস ডকেট আমার নামে যে comment গুলি দেয়া হয়েছে এর অনেকগুলি comment ২০১৫ সালের আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের। এতে বুঝাই যাচ্ছে আমি জেলে যাবার পর RAB ও DB আমার ID ব্যবহার করে এই comment গুলি করেছে যেন তারা আমাকে আরেকটা বড় বিপদে ফালাতে পারে।

নিজের আসল নাম ও ছবি ব্যবহার করে ফেইসবুক ও ব্লগে লেখালেখি করার কারনে এই আওয়ামী লীগ সরকার আমাকে এই পর্যন্ত ৫ টি মামলা দিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে আমি কারাগারে অন্তরীন অবস্থায় আছি। আপনি দেখবেন আমি কোর্টে একটি ভাঙ্গা চশমা পরে আসি। এই চশমাটা আমি কারাগারে ঢুকার আগে থেকেই ব্যবহার করি। এই দীর্ঘ ৬ বছর আমি একটা নতুন চশমা ও সংগ্রহ করতে পারি নাই। মুক্ত জীবনে থাকা অবস্থায় কখনোই কোন বৈধ বা নিষিদ্ধ সংগঠনে জড়িত না থাকার কারনে কারাগারে ঢুকার পর থেকে কোনদিনও কোন গোষ্ঠি থেকে ১০ পয়সা ও পাইনি।

আল-কায়দা/IS/আনসার-আল-ইসলাম/ABT এই জাতীয় কোন নিষিদ্ধ সংগঠনের সাথে আমার কোন দূরতম সম্পর্ক নাই। আমি একজন মুসলিম হিসাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অভিজিৎ রায়ের বিরুদ্ধে লেখালেখি করেছি। তাও সরকারের খাতায় আমি এখন একজন

৭

সক্রিয় আল-কায়েদার কর্মী। পরিশেষে বাংলাদেশের নাস্তিকদের সম্পর্কে কিছু কথা বলি। বাংলাদেশে আমরা যাদের Free thinker বা মুক্তমনা হিসাবে ধারনা করি তারা আসলে কেউই মুক্ত চিন্তার পথিক নয়। তারা মূলত ইউরোপ আমেরিকার assylum প্রত্যাশী। ঘরে চাল নেই, চল মুসলমানদের নবী মুহাম্মদকে গালিগালাজ শুরু করি। শিক্ষাদীক্ষায় কম যোগ্যতা থাকার কারনে বা আর্থিক অসামর্থ্যের কারনে যাদের পক্ষে কোন দিনও ইউরোপ-আমেরিকা পাড়ি দেবার সামর্থ্য ছিল না, তারাই বর্তমানে মুসলমানদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালিগালাজ করে স্ক্যান্ডেনেভিয়ার দেশগুলির নাগরিক হবার স্বপ্ন দেখছে।

আমার সাথে এই আওয়ামী লীগ সরকার এই আচরন গুলি করেছে এই কারনে যেন অবিষ্যতে আর কেউ কোন দিন আসল নাম ছবি ব্যবহার করে নাস্তিকদের বিরুদ্ধে লেখালেখি না করে। মূলত শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে একটি Atheist- Republic State এ পরিনত করতে চাচ্ছে। যারা ধর্মের বিরুদ্ধে লেখালেখি করেছে শেখ হাসিনা তাদেরকে রাজকীয় কায়দায় ইউরোপ আমেরিকায় পাঠিয়ে দিয়েছে। আর আমি নাস্তিকদের বিরুদ্ধে লেখালেখি করেছি সেই জন্য এই আওয়ামী লীগ সরকার আমাকে দীর্ঘদিন

কারাগারে অন্তরীন অবস্থায় রেখেছে। যাই হোক আমি আপনার কাছে এই মামলায় বেকসুর

খালাস প্রার্থনা করছি।

স্বাক্ষর/ শাফিউর রহমান ফারাবী।

২৭/১/২০২১

Type by: Hirendra 30.9.21

Read by : 06.10.2021

Exd by : 03.10.2021

06/10/2021
মোছাঃ উম্মে নাসরীন
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট,
হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।

06/10/2021
সুপারিনটেনডেন্ট
ডেথ রেফারেন্স শাখা

সত্যায়িত অবিকল প্রতিলিপি
06/10/2021
সহকারী রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ
(১৮৭২ ই সনের ১নং আইনের)
৭৬ ধারামতে ক্ষমতা প্রাপ্ত।

পাঁচ টাকা বাংলাদেশ কোর্ট ফি

22/02/2021, 22/02/2021, 22/02/2021, 04/10/2021, 04/10/2021

সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল,ঢাকা।

উপস্থিত ঃ মোঃ মজিবুর রহমান
বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ)
সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল,ঢাকা।

জেলা: ঢাকা।
ডেথ রেফারেন্স নং- ৫৪/২০২১
-রাষ্ট্র-
১। সৈয়দ মোহাম্মদ জিয়াউল হক @ মেজর জিয়া @ সাগর @ বড় ভাই (বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চাকুরিচ্যুত মেজর) (পলাতক) এবং অন্যান্য।

সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং-**২৬/২০১৯**

শাহবাগ থানার মামলা নং-৫১(২)১৫, জি.আর-১০৪/১৫

রাষ্ট্র
-বনাম-

১। সৈয়দ মোহাম্মদ জিয়াউল হক @ মেজর জিয়া @ সাগর @ বড় ভাই (বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চাকুরিচ্যুত মেজর) (পলাতক), পিতা- সৈয়দ মোহাম্মদ জিল্লুল হক, সাং- মোস্তফাপুর, থানা- মৌলভীবাজার সদর, জেলা-মৌলভীবাজার।
২। আকরাম হোসেন @ আবির @ আদনান @ হাসিবুল @ আব্দুল্লাহ, (পলাতক) পিতা- আবুল কালাম বিশ্বাস, মাতা- হাসনাহেনা, সাং- ৩৫/১০ ধলপুর লিচু বাগান বৌবাজার, থানা- যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।
৩। মোঃ আবু সিদ্দিক সোহেল @ সাকিব @ সাজিদ @ শাহাব, পিতা- মোঃ আবু তাহের, সাং- ভেটেশ্বর, থানা-আদিতমারি, জেলা- লালমনিরহাট।
৪। মোজাম্মেল হুসাইন @ সায়মন @ শাহরিয়ার, পিতা- আবু মোহাম্মদ হুসাইন, সাং-মাইজবাড়ী, থানা- কোতয়ালী, জেলা- ময়মনসিংহ।
৫। মোঃ আরাফাত রহমান @ সিয়াম @ সাজ্জাদ, পিতা- মোঃ মোমিনুল হক, সাং- পুরাতন বাবু পাড়া, শহীদ ছমির উদ্দিন রোড,(পানির ট্যাংকির নিকট) থানা- সৈয়দপুর, জেলা- নীলফামারী ও
৬। শাফিউর রহমান ফারাবী, পিতা- মৃত ফেরদৌস উর-রহমান, সাং-রহমান ভিলা, কুমাশীল মোড়, কালিশ্রী পাড়া, থানা-জেলা- বি-বাড়ীয়া।

অভিযোগের ধারাঃ সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ এর ৬(২)(অ)/৮/৯/১০/১২/১৩ ধারা।

আসামীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলী : নজরুল ইসলাম, এ.বি.এম খাইরুল ইসলাম লিটন, সেতারা বেগম, জাকির হোসেন ------------এডভোকেট।

রাষ্ট্রপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলী : মোঃ গোলাম ছারোয়ার খান (জাকির)--------------ভারঃ পি.পি।

রায় ঘোষণার তারিখ: ১৬/০২/২০২১ খ্রিঃ

রায়

প্রসিকিউশন পক্ষের আনীত মামলা এই যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক ড. অজয় কুমার রায় এর পুত্র অভিজিত রায়, যুক্তরাষ্ট্রবাসী, গত ২০১৫ সনের ১৫ ই ফেব্রুয়ারি মাসে তার বাবা-মাকে দেখার জন্য ঢাকায় আগমন করে। ২১শে বই মেলায় তার দুটি পুস্তক প্রকাশিত হয়।

১/৬

অবস্থান গ্রহণ করেছে। কাজেই আসামী মোঃ আবু সিদ্দিক সোহেল, আসামী আরাফাত রহমান ও মোঃ মোজাম্মেল হুসাইন সায়মনের দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আসামী আকরাম হোসেনের সংগঠনিক নাম হল আবির @ আদনান এবং এই আসামী আকরাম হোসেন অভিজিত রায়ের ছবি আসামী আবু সিদ্দিককে দেখায় এবং বিভিন্ন সময় অভিজিত রায়কে হত্যার অভিপ্রায়ে অনুসরণ করে এবং অভিজিত রায়কে হত্যার সময় ঘটনাস্থলের আশেপাশে মুকুল রানাদের সমর্থনে অবস্থান গ্রহণ করে অভিজিত রায় হত্যায় গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে।

৫৫। **আসামী শাফিউর রহমান ফারাবী ঃ**
আসামী শাফিউর রহমান ফারাবী অত্র মামলায় কোন দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয় নি। আসামী মোঃ আবু সিদ্দিক সোহেল, মোঃ আরাফাত রহমান সিয়াম এবং মোজাম্মেল হুসাইন সায়মান তাদের দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে আসামী শাফিউর রহমান ফারাবীর কথা উল্লেখ করেনি। অভিজিত রায়কে অনুসরণ করা কিংবা বই মেলা রেকি করা সহ কোন অভিযোগই আসামী শাফিউর রহমান ফারাবীর বিরুদ্ধে নেই। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, আসামী শাফিউর রহমান ফারাবী এর বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ এর ৬(২)(অ) ধারার অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি।

৫৬। আসামী মোজাম্মেল হুসাইন সায়মন এর দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অভিজিত রায়কে নাস্তিক ব্লগার আখ্যা দেয়া হয়েছে। পি.ডাব্লিউ-২৮, তদন্তকারী কর্মকর্তা সাক্ষ্যে বলে যে, আনসার আল ইসলাম এর সদস্যরা বাংলাদেশের অখন্ডতা, সংহতি, জননিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করার জন্য আতঙ্ক সৃষ্টির মাধ্যমে মতামত প্রকাশে ও স্বাধীন কর্মকান্ড হতে বিরত রাখতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে ভিকটিম অভিজিত রায়কে নৃশংসভাবে কোপিয়ে হত্যা করে। সাক্ষ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, আসামীরা সবাই নিষিদ্ধ সংগঠন আনসার আল ইসলামের সদস্য এবং তারা অভিজিত রায়ের বিরুদ্ধে নাস্তিকতার অভিযোগ এনে তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। নিষিদ্ধ সংগঠন আনসার আল ইসলামের সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত ছিল অভিজিত রায়কে হত্যা করা । মূল হত্যাকারী সহ অত্র মামলার অভিযুক্ত আসামীদের অভিন্ন অভিপ্রায় ছিল জননিরাপত্তা বিপন্ন করার জন্য আতঙ্ক সৃষ্টির মাধ্যমে মতামত প্রকাশ ও স্বাধীন কর্মকান্ড হতে বিরত রাখতে বাধ্য করার জন্য ব্লগার অভিজিত রায়কে হত্যা করা।

৫৭। উপরোক্ত আলোচনা ০৩ জন আসামীর দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি এবং অন্যান্য সাক্ষ্য পর্যালোচনায় ইহা প্রমাণিত যে, আসামীরা সবাই সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ সংগঠন আনসার আল ইসলাম অর্থাৎ আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের সদস্য এবং অভিযুক্ত আসামীরা সহ অভিজিত রায়ের মূল হামলাকারীরা বাংলাদেশে জননিরাপত্তা বিপন্ন করার জন্য জনসাধারণের মনে আতঙ্ক সৃষ্টির মাধ্যমে মতামত প্রকাশ ও স্বাধীন কর্মকান্ড হতে বিরত রাখার জন্য ব্লগার অভিজিত রায়কে হত্যার অভিন্ন অভিপ্রায়ে আসামী মেজর সৈয়দ জিয়াউল হক ভিকটিম অভিজিত রায়কে হত্যার নির্দেশ দিয়ে এবং হত্যার সময় মূল হত্যাকারীদের

আশে পাশে অবস্থান করে এবং আসামী আকরাম হোসেন @ আবির অভিজিত রায়কে অনুসরণ করে এবং অভিজিত রায়ের উপর হামলার সময় ঘটনাস্থলের আশে পাশে অবস্থান করে এবং আসামী মোঃ আবু সিদ্দিক সোহেল অভিজিত রায়কে বিভিন্ন সময় অনুসরণ করে এবং তথ্য আদান প্রদান করে এবং ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে মূল হত্যাকারীদের গার্ড হিসেবে দায়িত্ব পালন করে এবং আসামী মোজাম্মেল হুসাইন সায়মন অভিজিত রায়কে অনুসরণ করে এবং ঘটনার দিন বই মেলায় অভিজিত রায়ের আসার সংবাদটি মুকুল রানা এবং মেজর জিয়া সহ অন্যান্যদের জানিয়ে এবং অভিজিত রায়কে চাপাতি দিয়ে কোপানোর সময় মূল হত্যাকারীদের চারপাশে অবস্থান করে এবং আসামী মোঃ আরাফাত রহমান অভিজিত রায়কে অনুসরণ করে,বই মেলা রেকি করে, চাপাতি ও ব্যাগ ক্রয় করে, ব্যাগে চাপাতি নিয়ে ঘটনার দিনে অভিজিত রায়ের গাড়ীর পাশে অবস্থান গ্রহণ করে এবং অভিজিত রায়কে কোপানোর সময় মূল হামলাকারীদের সংগে যোগ দিয়ে অভিজিত রায় হত্যায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা গ্রহণ করে সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ এর ৬(২)(অ) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছে। আসামী শফিউর রহমান ফারাবী এর বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ এর ৬(২)(অ) ধারার অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি।

৫৮। উপরোক্ত আলোচনা ও সাক্ষ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, আসামী ৫ জন যথা সৈয়দ মোহাম্মদ জিয়াউল হক @ মেজর জিয়া @ সাগর @ বড় ভাই, আকরাম হোসেন @ আবির @ আদনান @ হাসিবুল @ আব্দুল্লাহ, মোঃ আবু সিদ্দিক সোহেল @ সাকিব @ সাজিদ @ শাহাব, মোজাম্মেল হুসাইন @ সায়মন @ শাহরিয়ার ও মোঃ আরাফাত রহমান @ সিয়াম @ সাজ্জাদ নিষিদ্ধ সংগঠন আনসার আল ইসলাম (আনসারুল্লাহ বাংলা টিম) এর সদস্য এবং সেজন্য এই ৫ জন আসামীর বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ এর ৮ ধারার অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং আসামী শফিউর রহমান ফারাবীর বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ এর ৮ ধারার অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি।

৫৯। আসামী শফিউর রহমান ফারাবী সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ এর ৬(২)(আ) ধারার অপরাধ করেছে কিনা।

আসামী শফিউর রহমান ফারাবীর বিরুদ্ধে অভিযোগ হল শফিউর রহমান ফারাবী অভিজিত রায় হত্যায় প্ররোচনা দিয়েছে এবং সহায়তা করেছে।

এখন দেখা যাক, প্রসিকিউশন পক্ষ শফিউর রহমান ফারাবীর বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ এর ৬(২)(আ) ধারার অভিযোগ প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে কিনা।

পি.ডব্লিউ-২৬ সাক্ষ্যে বলে "শফিউর রহমান ফারাবী ০৫/১১/২০১৩, ০৫/১১/২০১৩ এবং ১৭/০২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ এবং ২৮/০১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ সমকালীন বিষয় এবং অভিজিত রায়ের বিরুদ্ধে ফেসবুক এ স্ট্যাটাস দেয়। ১৭/০২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ শফিউর রহমান ফারাবী ফেসবুক স্ট্যাটাস এ উল্লেখ করে যে, এই অভিজিত রায়কে হত্যা করা কি তাদের মুসলমানদের উপর ফরজ নয়"

পি.ডাব্লিউ-২৮ সাক্ষ্যে আরো বলে "২৮/০১/২০১৪ তারিখের ফেইসবুক স্টেটাস শাফিউর রহমান ফারাবী অভিজিত রায় তার স্ত্রী ও মেয়ের ছবি প্রকাশ করে এবং তারা আমেরিকার Lousiana প্রদেশের Orleans city তে থাকে বলে উল্লেখ করে এবং যারা আমেরিকায় থাকে তারা তার ব্যাপারে খোঁজ খবর জানান বলে উল্লেখ করে। ফারাবী অভিজিত রায়ের ফেইসবুক আইডি উল্লেখ করেন তার স্টেটাস এ।

শাফিউর রহমান ফারাবী ফেসবুক এ মন্তব্য করে " মান্নান রাহী অভিজিত রায় আমেরিকায় থাকে। তাই তাকে এখন হত্যা করা সম্ভব না। তবে সে যখন দেশে আসবে তখন তাকে হত্যা করা হবে।"

অভিজিত রায়ের প্রতি শাফিউর রহমান ফারাবী এসব উক্তি অভিজিত রায়কে হত্যার ক্ষেত্রে বিভিন্ন তথ্য প্রদান সহ প্ররোচনা যুগিয়েছে এবং সে একজন প্ররোচনা দানকারী ও সহায়তাকারী।"

আসামী শাফিউর রহমান ফারাবীর ফেইসবুক স্ট্যাটাস, প্রদর্শনী-২৫ সিরিজ হিসেবে সাক্ষ্যে এসেছে। আসামী শাফিউর রহমান ফারাবী ফৌজদারী কার্যবিধি আইন এর ৩৪২ ধারায় পরীক্ষাকালে আসামী শাফিউর রহমান ফারাবী বলে যে, ১৭ই মার্চ ২০১৪ এবং ০৫ ডিসেম্বর ২০১৩ তে ফেইসবুক স্ট্যাটাসগুলো তার।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, আসামী শাফিউর রহমান ফারাবী স্বীকার করে নিচ্ছে যে, ০৫ ডিসেম্বর ২০১৩ এবং ১৭ই মার্চ ২০১৪ খ্রিঃ তারিখের ফেইসবুক স্ট্যাটাসগুলো তার।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ০৫ ডিসেম্বর ২০১৩ এবং ১৭ই মার্চ ২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আসামী শাফিউর রহমান ফারাবীর ফেইসবুক স্ট্যাটাসগুলো, প্রদর্শনী-২৫ সিরিজ হিসেবে সাক্ষ্যে এসেছে। ০৫ ডিসেম্বর ২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ফেইসবুক স্ট্যাটাসে আসামী শাফিউর রহমান ফারাবী অভিজিত রায়কে নাস্তিকদের গুরু বলে বিষোদগার করেছে এবং অভিজিত রায় নাস্তিকতার আড়ালে মুসলমানদের ঈমান ধ্বংসের মিশনে নেমেছে বলে উল্লেখ করেছে। ১৭ই মার্চ ২০১৪ খ্রিঃ তারিখে ফেইসবুক স্ট্যাটাসে এক পর্যায়ে উল্লেখ করে " আর অভিজিত রায় যদি আমাদের মাদেরকে বলে যে আমাদের মা রা ছিল বেশ্যা তাইলে এই অভিজিত রায়কে হত্যা করা কি আমাদের মুসলমানদের উপর ফরজ না"।

০৯/০১/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের একটি ফেইসবুক স্ট্যাটাসের কমেন্টসে আসামী শাফিউর রহমান ফারাবী মন্তব্য করে "মান্নান রাহি অভিজিত রায় আমেরিকায় থাকে তাই এখন তাকে হত্যা করা সম্ভব না। তাই যখন সে দেশে আসবে তখন তাকে হত্যা করা হবে।" ২৮/১/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আরেকটি ফেইসবুক কমেন্টসে আসামী শাফিউর রহমান ফারাবী অভিজিত রায়, তার স্ত্রী এবং কন্যার একটি ছবি আপলোড করে মন্তব্য করে "এটি হল অভিজিত রায় ও তার স্ত্রী বন্যা আহমেদ ও তার মেয়ের ছবি । এরা সব আমেরিকায় Louisiana, প্রদেশে New Orleans City তে থাকে।"

পি-ডাব্লিউ-২৮ এর সাক্ষ্য, প্রদর্শনী-২৫ সিরিজ পর্যালোচনায় এবং সাক্ষ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, আসামী শাফিউর রহমান ফারাবী ভিকটিম অভিজিত রায়কে নাস্তিক হিসেবে আখ্যা দিয়েছে এবং অভিজিত রায়, তার স্ত্রী ও মেয়ের ছবি আপলোড করে অভিজিত রায়কে হত্যার জন্য ফেইসবুকে উন্মুক্ত আহবান করেছে। আসামী মোজাম্মেল হুসাইন সায়মন দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে অভিজিত রায়কে নাস্তিক ব্লগার

45

হিসেবে আখ্যা দিয়ে তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে। আসামী শাফিউর রহমান ফারাবীর সংগে অভিযুক্ত অন্য ০৫ জন আসামী যথা সৈয়দ মোহাম্মদ জিয়াউল হক ওরফে মেজর জিয়া ওরফে সাগর ওরফে বড় ভাই, আকরাম হোসেন ওরফে আবির ওরফে আদনান ওরফে হাসিবুল ওরফে আব্দুল্লাহ, মোঃ আবু সিদ্দিক সোহেল ওরফে সাকিব ওরফে সাজিদ ওরফে শাহাব, মোজাম্মেল হুসাইন ওরফে সায়মন ওরফে শাহরিয়ার ও মোঃ আরাফাত রহমান ওরফে সিয়াম ওরফে সাজ্জাদ এর সম্পর্ক সাক্ষ্যে আসেনি। অভিজিত রায়কে নাস্তিক ব্লগার হিসেবে আখ্যা দেয়ার বিষয়ে আসামী শাফিউর রহমান ফারাবীর সংগে অভিযুক্ত অন্য ০৫ জন আসামীর অভিন্ন মিল রয়েছে। অভিজিত রায়কে নাস্তিক ব্লগার হিসেবে আখ্যা দিয়ে হত্যা করায় এবং আসামী শাফিউর রহমান ফারাবী কর্তৃক অভিজিত রায়কে নাস্তিক ব্লগার হিসেবে আখ্যা দেয়ায় এবং অভিজিত রায়, তার স্ত্রী ও মেয়ের ছবি আপলোড করে অভিজিত রায়কে হত্যার জন্য ফেইসবুকে উন্মুক্ত আহবান করায় ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, অভিযুক্ত ০৫ জন আসামী যথা সৈয়দ মোহাম্মদ জিয়াউল হক ওরফে মেজর জিয়া ওরফে সাগর ওরফে বড় ভাই, আকরাম হোসেন ওরফে আবির ওরফে আদনান ওরফে হাসিবুল ওরফে আব্দুল্লাহ, মোঃ আবু সিদ্দিক সোহেল ওরফে সাকিব ওরফে সাজিদ ওরফে শাহাব, মোজাম্মেল হুসাইন ওরফে সায়মন ওরফে শাহরিয়ার ও মোঃ আরাফাত রহমান ওরফে সিয়াম ওরফে সাজ্জাদ আসামী শাফিউর রহমান ফারাবী কর্তৃক প্ররোচিত হয়ে অভিজিত রায়কে হত্যার অভিন্ন অভিপ্রায়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে এবং মূল হামলাকারীদের দিয়ে অভিজিত রায়কে হত্যা করেছে। আসামী শাফিউর রহমান ফারাবী ফেইসবুকে অভিজিত রায়, তার স্ত্রী ও মেয়ের ছবি আপলোড করে অভিজিত রায়কে চিনিয়ে দিয়ে মূল খুনিদের সহায়তা করেছে।

আসামী শাফিউর রহমান ফারাবীর বিরুদ্ধে চার্জ গঠন কালে সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ এর ৬(২)(আ) ধারায় অভিযোগ গঠন করা হয়নি। আসামী শাফিউর রহমান ফারাবীর বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ এর ৬(২)(আ) ধারার অপরাধ প্রামাণিত হওয়ায় উক্ত আসামীর বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ এর ৬(২)(আ) ধারায় অভিযোগ গঠন করা হল। সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ এর ৬(২)(আ) ধারার এর সাজা সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ এর ৬(২)(অ) ধারার সাজার চেয়ে কম হওয়ায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ এর ৬(২)(আ) ধারায় গঠিত অভিযোগটি ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ২২৮ ধারা অনুযায়ী আসামী শাফিউর রহমান ফারাবীকে নতুন করে পাঠ করে শুনানোর প্রয়োজন নেই এবং এতে আসামী শাফিউর রহমান ফারাবীর Prejudice হওয়ার কোন কারণ নেই।

উপরোক্ত আলোচনা ও সাক্ষ্য পর্যালোচনায় ইহা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, আসামী শাফিউর রহমান ফারাবীর বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ এর ৬(২)(আ) ধারায় অপরাধ করেছে।

৬০। এখন দেখা যাক প্রসিকিউশনপক্ষ আসামীগণের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ এর ৯/১০/১২/১৩ ধারার অভিযোগ প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে কিনা।

আসামী সৈয়দ মোহাম্মদ জিয়াউল হক ওরফে মেজর জিয়া ওরফে সাগর ওরফে বড় ভাই (পলাতক), আকরাম হোসেন ওরফে আবির ওরফে আদনান ওরফে হাসিবুল ওরফে আব্দুল্লাহ (পলাতক), মোঃ আবু সিদ্দিক সোহেল ওরফে সাকিব ওরফে

সাফিউর রহমান ফারাবী একজন বাংলাদেশী মুসলিম ব্লগার, যিনি নাস্তিকদের বিরুদ্ধে লেখালেখী করার জন্য আজকে দীর্ঘ ৮ বছর ধরে কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী। বাংলাদেশের তথাকথিত মুক্তমনা ব্লগার অভিজিৎ রায়ের হত্যাকান্ডে প্ররোচনা দেবার অভিযোগে উনার যাবজ্জীবন সাজা হয়েছে। আবার অনলাইনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কে কটুক্তি করার অপরাধে, তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারার একটি মামলায় উনার ৭ বছর কারাদন্ড হয়েছে। শুধুমাত্র লেখালেখী করার অপরাধে কারো মোট ৩৯ বছর সাজা হয়েছে, এরকম দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। islamist দের মাঝে ফারাবীরই প্রথম তথ্যপ্রযুক্তি

আইনের ৫৭ ধারায় মামলা হয়। ব্লগার ফারাবী তার Farabi blog এ এবং তার Facebook ID ও Page-এ ইসলাম, নবীজীর জীবন চরিত (সীরাত) নিয়ে তথাকথিত মুক্তমনা ব্লগারদের অপপ্রচারের জবাব দিতেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজের প্রকৃত পরিচয় উল্লেখ করে লেখালেখী করার ধারা ফারাবীর মাধ্যমেই সূচিত হয়। ফারাবীর লেখালেখীর মাধ্যমেই গণজাগরণ মঞ্চের স্বরূপ সবার কাছে উন্মোচিত হয়। ব্লগার ফারাবীর প্রচারণার ফলেই রকমারী ডট কমে অভিজিৎ রায়দের বই বিক্রি বন্ধ হয়। নাস্তিক এবং ফ্যাসিস্ট আওয়ামী সরকারের বিরুদ্ধে লেখালেখী করার কারণে ফারাবীর বিরুদ্ধে এই পর্যন্ত ৫টি মামলা হয়েছে। এর মাঝে ২টি সন্ত্রাস দমন আইনে ও বাকী ৩টি তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারায়। একজন ব্লগার হিসাবে মুসলিম সমাজের প্রতি তার দায়িত্ববোধ, শফিউর রহমান ফারাবী সঠিকভাবেই পালন করেছেন।